BENGALI (H) -4th SEMESTER

বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর

বিষ্ণুমঙ্গল চরিত্র

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটক বিশুদ্ধ সাহিত্য বা স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্পরূপ নয়। কারণ নাটকের প্রকৃত সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য ও রস সম্ভোগ নির্ভর করে মূলত মঞ্চাভিনয়ের উপর। নাটকের গূঢ়তম আবেদন অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাই নাটকের চরিত্রেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিটি নাটকেই মুখ্য চরিত্রের পাশাপাশি কিছু পার্শ্ব চরিত্র থাকে। আমাদের আলোচ্য গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল বিষ্ণুমঙ্গল। নাটকটি প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা আছে 'বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটি 'প্রেম ও বৈরাগ্য মূলক নাটক'। অর্থাৎ 'প্রেম' ও 'বৈরাগ্য' এই দুটি বিষয় উপস্থাপন ই যে লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তা বলা যেতে পারে। আর এই দুটি বিষয় উপস্থাপনে যে চরিত্র দুটি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো বিষ্ণুমঙ্গল ও চিন্তামণি চরিত্র।

এ নাটকটির শুরু থেকেই বিষ্ণুমঙ্গলের মধ্যে বারাজনা চিন্তামণির প্রতি একাগ্র প্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শুরুতেই চিন্তামণি বিষ্ণুমঙ্গলের জন্য দরজা খুলতে দেরি করলে—'আমি যদি বিষ্ণুমঙ্গল হই আর তার মুখ দর্শন কচ্চিনি'। বা প্রবল অভিমানে 'আমরা বাবা যত্নের পায়রা, যেখানে যত্ন পাব সেখানে যাব' ইত্যাদি নানা কথা বিষ্ণুমঙ্গল বললেও বিকল্পে অন্য নারীর সঙ্গে পেতে চায় নি। বরং ভিক্ষুক কে দিয়ে চিন্তামণির খোঁজ নিতে চেয়েছে। নিজে অপেক্ষা করেছে ঝোপের আড়ালে। তবে পিতৃশ্রদ্ধ উপেক্ষা করে ঝড় বৃষ্টিতে তুচ্ছ করে প্রায় নিঃশব্দ অবস্থায় ধ্যান জ্ঞান চিন্তামণির কাছে চলে আসার ঘটনা কিছুটা অমানবিকতা উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনের পরিচয় বহন করেছে ঠিকই। কিন্তু একই সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের কাছে সমাজ লৌকিকতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কালসর্পের দংশন সব কিছুই যে তুচ্ছ হয়ে যায় তা প্রমাণ করেছে বিষ্ণুমঙ্গলের এই দিকটি। আবার এই বিষ্ণুমঙ্গলকেই যখন চিন্তামণির কাছে শুনতে হয়—'এই মন আমি বেশ্যা -যদি আমায় না দিয়ে, হরিপদপদ্মে দিতে -তোমার কাজ হত।' তখন সমস্ত বন্ধন উপেক্ষা করে সংসার ত্যাগী বিষ্ণুমঙ্গল বেরিয়ে পড়ে পরম সুন্দর পরমাত্মার সন্ধান। পূর্ব স্বভাব বশে বণিক পত্নীর রূপে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ হলেও নিজে শান্তির পথ বেছে নিয়ে নিজের মধ্যে আত্মসংযম এনে সংযমী মনের পরিচয় দিয়েছে। তার এই কঠোর আত্মসংযম বৈরাগ্য মানসিকতায় সোমগিরির দেখানো পথেই পেয়েছে তাঁর আরাধ্যকো। বালক রাখালরূপী কৃষ্ণ প্রকট হয়েছে বিষ্ণুমঙ্গলের সামনে। দর্শন করেছে দোলমঞ্চেপরি রাখাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

তাই বলা যায় বিষ্ণুমঙ্গলের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটিতে বিষ্ণুমঙ্গল চরিত্রের মদ্যপ চরম উৎশৃঙ্খলতা থেকে প্রেম ও বৈরাগ্যের পথে পরমাত্মা কৃষ্ণদর্শন মানুষকে যেমন উদ্বুদ্ধ করে। তেমনি নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

.....

অন্তরা দে (RGC)